

283715 - যে ব্যক্তি নিভৃতে থাকলে গুনাতে লিঙ্গ হয় এবং এর থেকে মুক্তি চায়

প্রশ্ন

আমি আশা করছি, আপনারা আমাকে আল্লাহ'র শাস্তি ও গজব থেকে রক্ষা করবেন। আমি মুসলিম, ইসলামী পরিবেশে ও সচরিত্রের উপর বড় হয়েছি। অন্যদের চোখে আমি এখনও তেমন। কিন্তু, হায়রে আমার মুসিবত! নিজেকে কট্টোল করার ক্ষেত্রে আমি খুব দুর্বল। অন্যদের অগোচরে মোবাইলে পর্নোগ্রাফি, অশ্লীল ছবি ও ভিডিও দেখি। আমি জানি আল্লাহ আমাকে দেখছেন। কিন্তু প্রতিবারই আমি এ অশ্লীল কাজে লিঙ্গ হই। শুধু দেখা নয়; বরং হস্তমেথুনে লিঙ্গ হই। আমি বিবাহিত এবং আমার সন্তান আছে। আমি জানি যে, আমি যা করছি সেটা পশুদের কাজ। আমি জানি যে, এ কাজ আমার নেক আমলগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে; বরং সমূলে ধ্বংস করে দিছে। আমি নামায পড়ি ও তওবা করি। একদিন বা দুইদিন সবর করি। পুনরায় এতে লিঙ্গ হই। এসব দৃশ্য ও ভিডিও দেখা এবং কুকামে লিঙ্গ হওয়ার জন্য নিজের ভেতরে তীব্রভাবে অঙ্গুত তাড়না অনুভব করি। আমি জানি না— আমি কী করব? আমি জানি যে, আমার প্রভু যদি আমার মৃত্যু দেন তাহলে আমি জাহানামে প্রবেশ করব। কিন্তু আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। আপনারা আমাকে রক্ষা করুন। আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করুন।

প্রিয় উত্তর

সম্মানিত ভাই, আপনি পাপে লিঙ্গ হয়ে এবং বারবার এর পুনরাবৃত্তি করে যে মানসিক যন্ত্রণায় আছেন তা আমরা অনুধাবন করছি। এটি ইতিবাচক আলামত যে, আপনার অন্তরের একটি অংশ অসুস্থ হলেও অপর একটি সুস্থ ও নিরাপদ অংশ রয়েছে।

এ রোগের মূলোৎপাটন করতে হলে— যা কিছু আপনাকে আল্লাহ'র অবাধ্যতার দিকে ধাবিত করে সে সবের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করে দিতে হবে, যা কিছু আপনাকে আল্লাহ'র রহমত থেকে নিরাশ করে দেয় সেগুলোর ফটক বন্ধ করে দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ— আল্লাহ'র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ে না; নিশ্চয় আল্লাহ' সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

"এবং তারা আল্লাহ'র সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না। আর আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর তারা ব্যভিচার করে না; যে এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি বর্ধিতভাবে প্রদান করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়; তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, ফলে আল্লাহ তাদের গুনাহসমূহ নেক দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যে তাওবা করে ও সৎকাজ করে, সে তো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ'র অভিমুখী।" [সূরা যুমার, আয়াত: ৬৮-৭১]

ইবনুল কাইয়েম (রহঃ) "আল-জাওয়াব আল-কাফী" গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৬৫) বলেন: ন্যায্যতা ও অনুগ্রহ নির্ভর আল্লাহ্ তাআলার হেকমত হচ্ছে যে, "গুনাহ থেকে তাওবাকারী যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার গুনাহ নেই"।

যে ব্যক্তি শির্ক, হত্যা ও ব্যভিচারের গুনাহ থেকে তওবা করবে আল্লাহ্ তাকে এ নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তিনি তার গুনাহগুলোকে নেকীতে পরিণত করে দিবেন। এ বিধানটি সব ধরণের গুনাহ থেকে তওবাকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ— আল্লাহ্ অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩]

অতএব, এ আম বিধান থেকে কোন একটি গুনাহও বাদ পড়বে না। কিন্তু এটি তাওবাকারীদের জন্য খাস।[সমাপ্ত]

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কিতাবে মুত্তাকীদের গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা যদি কোন কবিরা গুনাহ করে ফেলে কিংবা সগিরা গুনাহতে লিঙ্গ হওয়ার মাধ্যমে নিজেদের উপর অবিচার করে ফেলে তখনই তারা আল-আযিয (পরাক্রমশালী) আল-গাফ্ফার (ক্ষমাশীল) কে স্মরণ করে এবং কৃত গুনাহর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। সে গুনাহর উপর কায়েম থাকে না এবং অবাধ্যতায় অব্যাহত থাকে না।

তিনি আরও বলেন:

"তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও সেই জান্মাত লাভের চেষ্টা কর যার বিশালতা আসমান ও জমিনের মত। মোত্তাকীদের জন্য তা অস্ত্র করা হয়েছে; যারা সুদিন ও দুর্দিনে (আল্লাহ্ র পথে) ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ্ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন। এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা চায়। আল্লাহ্ ছাড়া পাপ ক্ষমা করবে কে? আর তারা যা করে ফেলে, জেনে-বুঝে তারা তা পুনঃপুনঃ করতে থাকে না। এমন লোকদের প্রতিদান হচ্ছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমা আর এমনসব জান্মাত যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। সৎকর্মশীলদের এই প্রতিদান করতই না উত্তম।"[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৩-১৩৬]

পুনঃপুনঃ গুনাহকারী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: গুনাহতে লিঙ্গ হওয়া এবং তওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা ব্যতিরেকে পুনঃপুনঃ গুনাহ করতে থাকা।

আর যে ব্যক্তি গুনাহ করল। এরপর অন্তর থেকে শুন্দভাবে তওবা করল। আবার দুর্বলতায় পড়ে পুনরায় গুনাহ করল। তারপর আবার শুন্দভাবে তওবা করল। যার অবস্থাটি এমন—গুনাহ ও অবাধ্যতা এবং তওবা, অনুশোচনা ও রহিম রাহমানের দিকে ফিরে আসার মাঝে; সে ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ ক্ষমার আওতাধীন। আশা করা যায় আল্লাহ্ তার স্থলনকে মাফ করে দিবেন, তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "এক বান্দা গুনাহ্ করল। তারপর সে বলল: হে আমার রব! আমি তো গুনাহ্ করে ফেলেছি; আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন তার রব বলেন:

আমার বান্দা কি একথা জেনেছে যে, তার একজন রবব রয়েছে; যিনি গুনাহ মাফ করেন ও গুনাহর কারণে শাস্তি দেন। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুকাল কেটে যায়। এরপর সে আবার আরেকটি গুনাহ করে। তিনি বলেন, তখন সে বলে: ও আমার প্রভু! আমি তো আরেকটি গুনাহ করে ফেলেছি; আমাকে মাফ করে দিন। তখন আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার একজন রবব আছেন; যিনি গুনাহ মাফ করেন ও গুনাহর কারণে শাস্তি দেন? আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম (তিনবার); সে যা ইচ্ছা তা করুক।"[সহিহ বুখারী (৭৫০৭) ও সহিহ মুসলিম (২৭৫৮)]

ইমাম নববী 'শারহে সাহিহ মুসলিম' গ্রন্থে (১৭/৭৫) বলেন:

যদি কোন গুনাহ পুনঃপুনঃ শতবার করা হয় কিংবা হাজার বার করা হয় কিংবা এরচেয়েও বেশির করা হয় এবং প্রত্যেকবার গুনাহ থেকে তওবা করে তার তওবা করুল করা হবে এবং তার গুনাহ মাফ হবে। আর যদি সকল গুনাহর পর একবার তওবা করে তাহলেও তার তওবা সহিহ হবে।

যে ব্যক্তি পুনঃপুনঃ গুনাতে লিপ্ত হয় তাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেন: "তুমি যা ইচ্ছা তা কর আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম" এ কথার অর্থ হচ্ছে- যেহেতু তুমি গুনাহ করে তওবা করেছ অতএব আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম।

সুতরাং প্রত্যেক গুনাহর শেষে আল্লাহর কাছে তওবা করতে থাকুন। তওবার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত হোন, অনুতপ্ত হোন, কৃত গুনাহের জন্য মর্মজ্বালা অনুভব করুন। আর কখনও গুনাহ না করার সংকল্প করুন। এরপর তওবাকে পরিপূর্ণ করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন:

যে রাস্তাগুলো আপনাকে গুনাহের দিকে ধাবিত করে সে রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেওয়া। তা এভাবে যে, একাকী না থাকা; বরং সবসময় অন্যদের মাঝে থাকা, আপনার স্ত্রী ও সন্তানদের মাঝে থাকা। যদি আপনি আপনার স্ত্রী থেকে দূরে থাকেন তাহলে আপনার স্ত্রীকে সাথে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন। আপনার স্ত্রী থেকে দূরে থাকবেন না। আপনার স্ত্রীর মাধ্যমে নিজেকে পরিত্র রাখুন এবং আপনার মাধ্যমে আপনার স্ত্রীকেও পরিত্র রাখুন। আর যদি আপনি আপনার পরিবারের কাছেই থাকেন এবং তাদের সাথে বসবাস করেন তাহলে আপনি তাদের থেকে দূরে যাবেন না। আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসুন। তার মাধ্যমে আপনার প্রয়োজন পূরণ করুন। যখনই আপনার অন্তরে দেখার খায়েশ জাগবে কিংবা কোন কিছু আপনার নজরে পড়ে যাবে তখনই আপনি শয়তানকে হারামের দিকে আপনাকে নিয়ে ঘেতে দিবেন না। বরং আপনি দেরী না করে হালালকে গ্রহণ করুন।

সদা-সর্বদা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকর কোন কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। কারণ অবসর সময় মানুষের নষ্টের কারণ। এমন নষ্ট ঘার কোন সীমা নেই।

মোবাইল থেকে ইন্টারনেট সংযোগ চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করা; হতে পারে আপনার মোবাইল সেটটি পরিবর্তন করাই আপনার জন্য বেশি ভাল হবে। এমন মোবাইল সেট ব্যবহার করবেন সে সেটে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায় না। অন্তরে ঈমান, আল্লাহর ভয়,

আল্লাহর হিসাব গ্রহণের কাঠিন্য, আল্লাহ আপনাকে দেখছেন ও আপনাকে মনিটর করছেন এ অনুভূতিগুলো ম্যবুত করা। কুরআন তেলাওয়াত, নফল নামায ও তাহাঙ্গুদ নামায পড়া বাড়ানো।

হেদায়েতের উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা। সবচেয়ে উপকারী দোয়া হচ্ছে **اهدنا الصراط**।

•**ال مستقيم**• অর্থ- "আমাদেরকে সরল পথ দেখান"।

আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও আপনার হেদায়েতের প্রার্থনা করছি।

আল্লাহঁ তাঁর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দির তাওফিকদাতা।